৩য় পাঠ **জুলাই ১০-১৭**

আমরা কেন বিশ্রাম উপেক্ষা করি

শাব্বাথ অপরাহ্ণ

শাস্ত্রপাঠ: মথি ১০:৩৪-৩৯; লূক ১২:১৩-২১; লূক ২২:১৪-৩০; মথি ২৩:১-১৩; যোহন ১৪:১-৬। ।

মুখস্থপদ: "কেননা যেখানে ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা, সেখানে অস্থিরতা ও সমুদয় দুষ্কর্ম থাকে" (যাকোব ৩:১৬)।

অ্যাসপেন এক ধরণের সুন্দর গাছ। ওগুলো ৪৫-৯০ ফুট লম্বা হয়। অ্যাসপেন গাছ শীতল গ্রীষ্মঋতুর অঞ্চলে ভালো হয়। লোকেরা আসবাব-পত্র, ম্যাচকাঠি ও কাগজ তৈরিতে এই গাছ ব্যবহার করে। প্রচণ্ড শীতের ঋতুতে যখন চারিদিকে তেমন খাবার থাকে না, তখন হরিণ ও অন্যান্য প্রাণিরা কচি অ্যাসপেন গাছের বাকল খেয়ে বাঁচে। কম বয়সী অ্যাসপেন গাছের বাকল স্বাস্থ্যের জন্য উপকারি এবং প্রচুর ভিটামিন সম্বৃদ্ধ। অ্যসপেন গাছের প্রচুর সূর্যালোক দরকার হয়। এ গাছ সব সময় জন্মে, এমনকি শীতেও। সেহেতু, এ গাছগুলো শীতকালে বিভিন্ন প্রাণির আদর্শ খাবার।

উদ্ভিদ জগতের মধ্যে অ্যাসপেন গাছের মূল/শিকড় সব থেকে বড় হয়। অ্যসপেন গাছের শিকড় মাটির নীচে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। একটি অ্যাসপেন গাছ দীর্ঘ ১৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। কিন্তু অ্যাসপেন গাছের শিকড় মাটির নীচে সহস্রাধিক বছর বেঁচে থাকতে পারে!

আমাদের আজকের পাঠে, যীশুতে বিশ্রাম না করার কিছু 'মূল' বা কারণ উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করব। বিশ্রাম থেকে দূরে সরে থাকার অনেক কারণ রয়েছে। এগুলোর কিছু কিছু কারণ অনুমান করা সহজ। কিন্তু অন্য কারণগুলো অ্যাসপেন গাছের শিকরের মতই গভীর: আমাদের ত্রাণকর্তার নিকট থেকে পৃথক/দূরে থাকার পিছনে যে অনুভূতি ও আচরণগুলো রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে আমরা সর্বদা ওয়াকিবহাল নই।

রবিবার **জুলাই ১১**

যীশু আমাদের পৃথক করেন (মথি ১০:৩৪-৩৯)

খুব কম লোকই ঝগড়া কিংবা মারামারি করে আনন্দ পায়। আমরা শান্তি চাই। সেভেন্থ্ ডে অ্যাড্ভেন্টিস্ট হিসেবে, মণ্ডলীতে ও কর্মস্থলে নানাবিধ সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায়, তা আমরা কর্মশালায় শিখিয়ে থাকি।

মথি ১০:৩৪-৩৯ পদ পড়ুন। "আমি পৃথিবীতে. . . শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি" (মথি ১০:৩৪)– কথার দ্বারা যীশু কি বোঝাচ্ছেন?

.....

.....

যীশুর এই কথাগুলো আমাদের অবাক করে। যীশু হলেন ত্রাণকর্তা। তিনি এই পৃথিবীতে একজন অসহায় শিশু হিসেবে এসেছিলেন। তিনি তাঁর চারিপাশে অসংখ্য দেহরক্ষী নিয়ে একজন প্রভাবশালী রাজার ন্যায় আসেননি। যীশু তাঁর প্রতিবেশী ও বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশ্যে ভালবাসা প্রচার করেছেন। এখন তিনি তাঁর অনুসারীদের বলছেন যে, তিনি বিচ্ছেদ ও দুর্ভোগ আনছেন। আমাদের মতই তাঁর শিষ্যরাও নিঃসন্দেহে অবাক হয়েছিলেন: এটা কিভাবে হতে পারে?

মথি ১০:৩৫-৩৯ পদ আসলে যীশুর প্রতি আমাদের অনুগত হতে বলছে। যীশু মীখা ৭:৬ পদে তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলছেন। পরে, তিনি তাদেরকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে বলছেন যা তাদের জীবন চিরতরে বদলাবে। হ্যাঁ, একজন পুত্র তার পিতামাতাকে প্রেম করবে। সেই প্রেম হচ্ছে ব্যবস্থার একটি অংশ যা ঈশ্বর পর্বতে মোশিকে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা যদি আমাদের ঈশ্বরের আগে আমাদের পিতামাতাদের প্রেম দেখাই তাহলে কি হবে?তাহলে, যীশু বলেন, আমাদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বর কিংবা আমাদের পিতামাদের মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে। একজন পিতা ও একজন মাতা তাদের সন্তানদের অবশ্যই ভালবাসবে ও যত্ন নেবে। কিন্তু আমাদের পিতামাতারা যদি ঈশ্বরের আগে তাদের সন্তানদের ভালবাসে, তাহলে কি হবে? তাহলে, যীশু বলেন পিতামাতাদের একটি জটিল সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাদের অবশ্যই ঈশ্বর এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে

হবে। আমাদের জীবনে যীশুকে প্রথমে রাখতে হবে। এখানে যীশু সে-কথা বলছেন।

মথি ১০:৩৭, ৩৮ পদে যীশু তিন বার 'যোগ্য নয়' কিংবা 'উপযুক্ত নয়' কথাটি বলছেন। এই কথাগুলো দেখায় না যে, আমরা কতটা ভাল/উত্তম। এই কথাগুলো যীশুর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব বিষয়ক। যখন আমরা সমস্তকিছুর ঊর্ধ্বে যীশুকে মনোনয়ন করি, তখন আমরা যোগ্য ও উত্তম। সেটা আমাদের পিতা, মাতা কিংবা সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করে। যখন আমরা যীশুকে মনোনয়ন করি, তখন আমরা ক্রুশ বেছে নেই।

"অন্য যেকোন কিছু অপেক্ষা বরং আমি দেখতে চাই যে, আমাদের সন্তানেরা ধার্মিকতার আত্মায় পূর্ণ হচ্ছে যা তাদেরকে ক্রুশ তুলে নিতে ও যীশুকে অনুসরণ করতে বাধিত করবে। যীশুর যুব-শিষ্যরা, এগিয়ে চল। তাঁর ধর্মময় জীবন বস্ত্রের ন্যায় পরিধান কর। তোমার ত্রাণকর্তা তোমাকে সেই পেশার/কাজের প্রতি পরিচালনা দিবেন, যে-কাজ তোমার প্রতিভা ও দক্ষতার সঙ্গে মানানসই। যেখানে তুমি তাঁর জন্য সেরা কাজটি করতে পারবে, তিনি তোমাকে সেইখানে নিয়োজিত রাখবেন।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *টেস্টিমনিজ ফর দি চার্চ*, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৮৭।

সোমবার **জুলাই ১২**

একটি স্বার্থপর হৃদয় (লূক ১২:১৩-২১)

স্বার্থপরতা হচ্ছে শনিবারে আমাদের পঠিত অ্যাসপেন গাছের মত। স্বার্থপরতার গভীর মূল/শিকড় রয়েছে: 'পাপ।' পাপ আমাদের যীশুতে প্রকৃত বিশ্রাম থেকে দূরে রাখে। স্বার্থপরতা হচ্ছে সব থেকে সহজ দৃশ্যমান পাপ। বহু লোকের ক্ষেত্রে, স্বার্থপরতা হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক।

যীশু লূক ১২:১৩-২১ পদে একটি উপমা বলছেন। রূপক চিত্রটি আমাদের কি সমস্যা দেখাচ্ছে? যখন আমরা ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করি, তখন কি আমরা স্বার্থপর থাকি? ভবিষ্যৎ বিষয়ক আমাদের পরিকল্পনা কি এটা প্রদর্শনের সমতুল্য নয় যে, আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ভাবিত নয়? যদি সেটা না হয়, তাহলে এই পদগুলোয় যীশু আসলে কোন বিষয়ে সাবধান করছেন?

এক ব্যক্তি যীশুর সাহায্য চায়। লোকটি চাচ্ছিল যে, যীশু তার ভাইকে বলুক যেন তার ভাই তার সঙ্গে তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগাভাগি করে। কিন্তু যীশু তাদের বিচারকর্তা হতে অস্বীকার করেন। যীশু লোকটিকে একটি উপমা বলেন। এই উপমাটি দুই ভাইয়ের মধ্যকার গভীরতর সমস্যাটি প্রদর্শন করে: স্বার্থপরতা।

চিন্তা করুন, কি কি উপায়ে আপনি স্বার্থপর। স্বার্থপরতা কিভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বকে আক্রান্ত করছে? আপনার বিবাহিত সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ককে? মাণ্ডলীক পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ককে? প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ককে? সহকর্মিদের সঙ্গে সম্পর্কে? ফিলিপীয় ২:৫-৮ পদে এই সমস্যার কি সমাধান রয়েছে?

.....

.....

লূক ১২:১৩-২১ পদের উপমার ধনী লোকটি কেবল তার নিজের প্রয়োজন ও অভিলাষ নিয়ে ভেবেছে। ঈশ্বর তার জীবনে যা চেয়েছেন, তা সে ভুলে গেছে। ঈশ্বরের রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নীতি কি? এই নীতি সেই পন্থা বাতলে দিচ্ছে না যে, কিভাবে আমরা এই পৃথিবীতে নিজেদের জন্য বেশি বেশি ও সেরাটা লাভ করতে পারি। পৌল আমাদেরকে ফিলিপীয় ২:৫-৮ পদে ঈশ্বরের রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রদর্শন করছেন। আমাদের পরিবর্তে যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ হবার নেপথ্যে এই নীতি ছিল।

ফিলিপীয় ২:৫-৮ পদ আমাদেরকে প্রেমের নিগূঢ়তত্ত্ব দেখায়। আমরা যেন ঈশ্বরের প্রতি ও অন্যদের প্রতি ভালবাসার ব্যাপারটি মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের সিদ্ধান্তের মূলে যদি ভালবাসা না থাকে, তাহলে আমরা স্বর্গে কম ধন সঞ্চয় করব। আর, আমরা এই পৃথিবীতে আমাদের নিজেদের জন্য অধিক ধন সঞ্চয় করব।

অধিক ধন সঞ্চয়ের বাসনার ফাঁদে পড়া অত্যন্ত সহজ কেন? বেঁচে থাকার জন্য আমাদের সবারই কিছু টাকা/সম্পদ দরকার। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন মেটানোর মত ধন থাকা সত্ত্বেও, আমরা সর্বদা কেন আরও বেশি চাই?

.....

মঙ্গলবার **জুলাই ১৩**

খ্যাতি ও ক্ষমতার মোহ (লূক ২২:১৪-৩০)

আপনি কি অনুপ্রেরণা লাভ করতে চান এবং আশায় পূর্ণ হতে চান? তাহলে, গত সপ্তার বিষয় পড়ুন যেখানে যীশুর পার্থিব জীবন এবং ঈশ্বরের পক্ষে তাঁর কাজের বর্ণনা রয়েছে। পরিতাপের বিষয় হল, যীশুর বিষয়ে এই বর্ণনা তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে এমন কিছু দেখায় যা সুখকর নয়। তাদের হৃদয় খ্যাতি ও ক্ষমতা লাভের মোহে পূর্ণ ছিল। তারা ঈশ্বরের রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা পেতে চেয়েছিলেন। এই বাসনা তাদেরকে মূর্খের কাজ করতে এবং মূর্খের মত কথা বলতে বাধ্য করেছিল।

লূক ২২:১৪-৩০ পদ পড়ুন। যেমনিভাবে আপনি এই পদগুলো পড়ছেন, আপনারা চিন্তা করুন যে, যীশুর তখন কি উপলব্ধি হয়েছিল যখন তাঁর শিষ্যরা পদমর্যাদা নিয়ে তর্ক করছিল (লূক ২২:২৪)। যীশুর শিষ্যরা কেন এটা করেন? তাদের মনে কি সমস্যা ছিল?

.....

.....

আমাদের মাঝে কে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ? এটা প্রথমবার নয় যখন যীশুর শিষ্যরা এ বিতর্ক তুলেছিলেন। মথি ১৮:১ পদ বলে যে, যীশুর শিষ্যরা তাঁকে প্রশ্ন করেন: "তবে স্বর্গ-রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?" (মথি ১৮:১)। যীশু তৎক্ষণাৎ উত্তর দেননি। তিনি তাঁর শিষ্যদের একটি শিক্ষা দিতে চান। সুতরাং, তিনি একটি শিশুকে কাছে ডাকেন। পরে, যীশু শিশুটিকে সবার মাঝে দাঁড় করান। নিঃসন্দেহে, সবাই অবাক হয়েছিলেন যে, যীশু কি করতে যাচ্ছেন? যীশু নিজেকে ব্যাখ্যা করেন: "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যদি না ফির ও শিশুদের ন্যায় না হইয়া উঠ, তবে কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না" (মথি ১৮:৩)।

আমাদের হৃদয় পরিবর্তন করার জন্য যীশুকে সুযোগ দিতে হবে। নতুবা, আমরা কখনও যীশুতে প্রকৃত বিশ্বাস লাভ করতে পারব না। আমরা জানি যে, ঈশ্বরের সাহায্য আমাদের দরকার। আমরা জানি যে, পরিস্থিতি আমাদের ইচ্ছামত পরিবর্তনের জন্য আমরা নিজেদের উপর নির্ভর করতে পারি না। কিন্তু যীশু আমাদের নতুন হৃদয় দিতে পারেন। যীশু তাঁর শিষ্যদের

বলেন: আমাতে নির্ভর কর। সমস্ত বিষয়ে আমার উপর নির্ভর কর। তোমাদের সর্বান্তঃকরণে এই শিশুটির মত হও। যে-ব্যক্তি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ, সে তার মোহ ত্যাগ করবে। সে তাই করবে যা ঈশ্বর তার কাছে আশা করেন।

পরিতাপের বিষয় হল, যীশুর ক্রুশারোপণের আগে, যখন তারা যীশুর সঙ্গে শেষ নৈশভোজ খাচ্ছিলেন, তখনও তারা এই শিক্ষাটি ধারণ করতে পারেননি। যীশুর শিষ্যরা তর্ক ও বাকবিতণ্ডা চালিয়ে যান। যীশুর সঙ্গে তাদের সেই সহভাগিতা তারা বিফল করেন।

যীশুর সঙ্গে দীর্ঘকাল কাজ করার পরেও তাঁর শিষ্যরা এমনটা করেন। এটি একটি পরিতাপের দৃষ্টান্ত! তাদের দ্বন্দ্ব আমাদের দেখায় যে, মানব অন্তঃকরণ অত্যন্ত মন্দ। কিন্তু এই গল্পের একটি চমৎকার দিক আছে। যীশু তাঁর শিষ্যদের উপর থেকে আশা ছাড়ছেন না।

বুধবার **জুলাই ১৪**

মিথ্যার আশ্রয় (মথি ২৩:১-১৩)

ভণ্ড ও কপটিরা হচ্ছে এমন লোক যারা আমাদের কাছে নিজেদেরকে এমন একজন হিসেবে তুলে ধরতে চায়, যারা আসলে তা না। কপটিরা হচ্ছে মিথ্যা। তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও জন-সম্মুখের জীবনের মধ্যে মিল নেই; অর্থাৎ, ভণ্ডদের দুটি চেহারা: 'ব্যক্তিগত চেহারা (personal face)' ও 'জন-সম্মুখস্থ চেহারা (public face)।' তারা আমাদেরকে তাদের জন-সম্মুখস্থ চেহারা দেখিয়ে থাকে। ব্যক্তিগত চেহারায় তাদের সত্যিকারের জীবন ফুটে ওঠে। মথি ২৩ অধ্যায়ে যীশু ভণ্ড/কপটি শব্দটা সাত বার ব্যবহার করছেন। যীশুর বিষয়ে নূতন নিয়মের গল্পগুলো দেখায় যে, কীভাবে তিনি পাপীদের ক্ষমা সেধেছেন। এই পাপীদের মধ্যে অনেকে ব্যভিচারী, করগ্রাহী, বেশ্যা ও এমনকি নরঘাতক। যীশু তাদের দয়া দেখাচ্ছেন। কিন্তু যীশু ভণ্ড ও কপটিদের সে-মত দয়া দেখাচ্ছেন না (মথি ৬:২, ৫, ১৬; ৭:৫; ১৫:৭-৯; ২২:১৮)।

মথি ২৩:১-১৩ পদে যীশু ভণ্ড ও কপটিদের আচারণ সম্পর্কে কি বলছেন? ভণ্ড ও কপটিরা যে-সব দোষে দোষী, সেগুলোর মধ্য থেকে চারটি লিখুন।

যীশু বলেন, ধর্মীয় নেতারা চারটি ভুল করছে। এই ধর্মীয় নেতরা ফরীশী নামে পরিচিত। ফরীশীরা ব্যবস্থা পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর। ফরীশীরা সদ্দূকীদের থেকে অনেক আলাদা। সদ্দূকীরা হচ্ছে যিহূদার আরেকটি ধর্মীয় দল। তারা বেশিরভাগ ধনী ও প্রভাবশালী। সদ্দূকীরা গ্রিকভাষা ভালো বলতে পারে। তারা গ্রিক দার্শনিকদের সবগুলো লেখা/প্রবন্ধ জানে। সদ্দূকীরা বিশ্বাস করে না যে, যীশু জগতের সকল লোকের বিচার করবেন। সদ্দূকীরা অনন্তজীবনেও বিশ্বাস করে না। যীশু বলেন যে, সদ্দূকী ও ফরীশী উভয়ই ভণ্ড ও কপটি।

ফরীশী ও সদ্দূকীরা কতটা ভণ্ড? যীশু বলেন, ভণ্ডরা যা করার কথা বলে, তা তারা করে না। ভণ্ডরা ধর্মকে অনুসরণের জন্য কঠিন করে তুলেছে। কিন্তু ভণ্ডরা নিজেরা একই নীতি মানে না। ভণ্ডরা চায় যে, লোকেরা তাদের সদাচরণের জন্য তাদের তারিফ করুক। ভণ্ডরা সেই সম্মান চায় যা কেবল ঈশ্বর পাবার যোগ্য। যীশু এই ধর্মীয় নেতাদের ব্যাপারে হতাশ ছিলেন। সে-কারণে, তিনি তাদের ভণ্ড ও কপটি আখ্যা দিচ্ছেন। অথচ, তাঁর হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ, এমনকি তাদের জন্যও।

একজন ভণ্ড ও কপটি হবার জন্য আপনাকে কি একজন ধর্মীয় নেতা হতে হবে? নিঃসন্দেহে, না! কিভাবে আমরা জানতে পারি যে, আমরা এই খারাপ আচরণের দোষে দোষী কিনা? কিভাবে আমরা এর থেকে বের হতে পারি?

.....

.....

বৃহস্পতিবার **জুলাই ১৫**

যীশুতে বিশ্রাম খোঁজা (যোহন ১৪:১-৬)

যখন আমরা ক্লান্ত ও অবসন্ন, তখন আমরা যীশুতে বিশ্রাম খোঁজার জন্য কি করতে পারি? কিভাবে আমরা ভীতির অনুভূতি পরিহার করতে পারি?

বিচ্ছেদ, একটি স্বার্থপর হৃদয়, পদমর্যাদার মোহ, খ্যাতি ও ক্ষমতা লাভের বাসনা ও মিথ্যা জীবনের বিরুদ্ধে জয়ী হবার জন্য আমরা কি করতে পারি? উত্তরের জন্য যোহন ১৪:১-৬ পদ পড়ুন।

.....

.....

সত্যিকারের বিশ্রাম সর্বদা যীশুকে আশ্রয় করে শুরু হয়। যীশু হলেন পথ, সত্য ও জীবন। আমাদের চলার সঠিক পথ তিনি জানেন। যীশু হলেন ব্যবস্থা দাতা। তিনি হলেন মাংসে প্রবর্তিত সত্য। তাঁর আত্মা আমাদের সমুদয় সত্যে নিয়ে যাবে (যোহন ১৬:১৩)। আপনি কি ব্যথিত, ক্লান্ত, অবসন্ন, পীড়িত ও হতাশ? তাহলে, যীশু কোনো জীবন মেরামত করছেন না। বরং, যীশু নিজেই জীবন। যীশু সেই জীবনের প্রতিজ্ঞা করছেন যা পরিপূর্ণ ও উত্তম (যোহন ১০:১০)। এই প্রতিজ্ঞা আমাদের অনন্ত জীবনকে অন্তর্ভুক্ত করছে এবং যীশুর সঙ্গে আবাসন নিশ্চিত করছে। একই সঙ্গে, এই প্রতিজ্ঞা এখানে ও এখন একটি উত্তম জীবনের নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

যীশু আমাদের বলেন, "তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক" (যোহন ১৪:১)। এই কথাগুলো হচ্ছে একটি আহ্বান। যখন আমরা হীনমন্যতায় ভুগি, তখন যীশু আমাদেরকে তাঁর উপর নির্ভর রাখতে আহ্বান করছেন। তিনি আমাদের আশা দিবেন। যখন আমরা পাপের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করি, যীশু আমাদেরকে যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করবেন। তিনি আমাদের হৃদয়ে যে সৎ কাজের সূচনা করেছেন, তা তিনি সম্পন্ন করবেন (ফিলিপীয় ১:৬)। তিনি আমাদের রক্ষা করবেন।

জীবনে বার বার মন্দ পরিস্থিতি আসতে পারে। তখন আমরা অবশ্যই যীশুর দেয়া প্রতিজ্ঞায় নির্ভর করব: যীশু আমাদের জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করছেন। এই স্থানে, আমরা আরও কখন অবসন্ন কিংবা ক্লান্ত হব না। যীশু আমাদেরকে একটি উত্তম ভবিষ্যতের জন্য এই আশা দিচ্ছেন। তিনি এখন আমাদের একজন উত্তম জীবন সাধছেন। যীশু আমাদের সকলকে এই আশা সাধছেন। আপনি কি একজন মহাপাপী? সত্ত্বেও, যীশু আপনাকে এই আশা সাধছেন। আপনি কি দুর্বল? যীশু আপনাকে এই আশা সাধছেন, এমনকি যদি আপনি কোনো ভুল করেও থাকেন।

যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে সেটি হল, আমাদের যীশুর কাছে আসতে হবে। হতেপারে, আপনি ব্যথিত। কিংবা, ভগ্নচিত্ত।

আমরা সিদ্ধ ও নিখুঁত না হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বর আমাদের গ্রহণ করছেন। এটাই হচ্ছে তাঁর অনুগ্রহ। আমাদের অবশ্যই আস্থা রাখতে হবে যে, আমরা যদি বিশ্বাসে দাবী রাখি, তিনি আমাদের এই অনুগ্রহ দিবেন।

যিরমিয় ৩:২২ পদ পড়ুন। ঈশ্বর আমাদের কি করতে বলছেন? তিনি যা করতে বলেন, যখন আমরা তা করি, তখন তিনি আমাদের জন্য কি করবেন?

যীশু আমাদের প্রতিজ্ঞা করছেন: "আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেখানে থাক।" (যোহন ১৪:৩)। দ্বিতীয় আগমন কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সে-বিষয়ে এই প্রতিজ্ঞা আমাদের কি দেখায়? এই প্রতিজ্ঞা মহামূল্যবান কেন?

.....

.....

শুক্রবার **জুলাই ১৬**

অতিরিক্ত আলোচনা: "আত্মকেন্দ্রিকতাপূর্ণ জীবনে কোনো বৃদ্ধি বা ফল দেখা দিতে পারে না। যদি আপনি খ্রীষ্টকে আপনার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করতে চান, তাহলে আপনার নিজের কথা ভুলে যেতে হবে এবং অন্যদেরকে সাহায্য করতে হবে। অন্যদের কাছে খ্রীষ্টের ভালবাসার কথা বলুন, তাঁর মঙ্গলময়তার কথা বলুন। তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করে এমন সমস্ত কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করুন। আপনার হৃদয়ে আত্মার ভার বহন করুন এবং আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে যারা হারিয়ে গেছে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করে যান। যখন আপনি আপনার মাঝে খ্রীষ্টের আত্মা ধারণ করবেন, অপরের জন্য নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও পরিশ্রমের সেই আত্মা ধারণ করবেন, তখন আপনি বৃদ্ধি লাভ করবেন, এবং ফল ধারণ করবেন। আপনার চরিত্রে আত্মার সমস্ত অনুগ্রহ পরিপক্বতা লাভ করবে। আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, আপনার চেতনা গভীরতর হবে, এবং আপনার ভালবাসা নিখুঁত হয়ে উঠবে। আপনার মাঝে ঈশ্বরীয় চরিত্র ক্রমেই আরও পবিত্র, মহৎ ও প্রেমময়

হয়ে প্রকাশিত হবে।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা*, পৃষ্ঠা: ৫২, ৫৩।

ঈলেন জি হোয়াইট মণ্ডলীর সভ্যা-সভ্যাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন: "মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যকার সংলাপ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে। তাদের সময় অপচয় হয়। ঈশ্বরের দাসদের সেখানে বসে থাকতে হয় এবং তাদের কথোপকথন শুনতে হয়। সমস্যা হল, মণ্ডলীর সদস্যদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম ও দয়া সজীব নয়। তাদেরকে তাদের অন্তরের স্বার্থপরতা ও অহম খালি করতে হবে। তখন, সব থেকে বড় বড় সমস্যাগুলো পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে।" –*আর্লি রাইটিংস*, পৃষ্ঠা: ১১৯।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী:

১। ক্লাশে, সেই সব স্বার্থপরতার বিষয় নিয়ে চিন্তা করুন যা আপনার হৃদয় থেকে খালি করতে হবে। কিভাবে আপনারা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারেন?

২। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করতে চাওয়াটা খারাপ না। ঈশ্বর আমাদের জীবনে বড় বড় কাজ করতে চান। এসব কাজ কিভাবে আমাদের পরিপূর্ণ করে তোলে?

৩। আমরা বেশিরভাগ লোক আমাদের কুৎসিত দিকগুলো লোকদেরকে দেখাতে চাই না। ক্ষমতার মোহ আমরা লুকিয়ে রাখতে চাই। লুকিয়ে রেখে আমরা মিথ্যার আশ্রয় নেই। আমরা লোকদের দেখাই না যে, আমরা স্বার্থপর কিংবা লোভী। আমরা তাদের দেখাই যে, আমরা ভাল মানুষ। কিন্তু বাস্তবে আমাদের হৃদয় শনিবারে পঠিত অ্যাসপেন গাছের মূল/শিকড়ের সমতুল্য। আমাদের কুৎসিত আচরণগুলো আমাদের ত্বকের নীচে ঢাকা হৃদয়ে লুকায়িত থাকে। কিভাবে আমরা সমস্যার 'মূল' উৎপাটন করতে পারি এবং যীশুতে সত্যিকারের বিশ্রাম নিতে পারি?

৪। দ্বিতীয় আগমন ব্যতিত আমাদের আশা কি? ব্যাখ্যা করুন।